R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

যৌতুকে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮২শ বর্ষ | ৩৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই মাঘ বুধবার, ১৪০২ সাল। | ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৯৬ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা | বার্ষিক ৩০ টাকা

ব্যাঙ্কে ঋণ আদায় বাড়লেও প্রশ্ন জেগেছে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বৈধতা নিয়ে

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ ইউ-বি-আই রঘুনাথগঞ্জ ও ফরাক্কা, গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অরঙ্গাবাদ, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া রমাকান্তপুর ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ঋণ-অনাদায়ী থাকায় মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়। মহকুমা শাসক দেবব্রত পালের তত্ত্বাবধানে অরঙ্গাবাদে বাড়ী বাড়ী এবং অন্যত্র ঋণ জমা দেওয়ার তাগিদ চালানো হয়। এমন কি রাজনৈতিক নেতা, অঞ্চল প্রধানদেরও নোটিশ দেওয়া হয়। প্রায় সমস্ত ঋণই দেওয়া হয় আই-আর-ডি-পি এবং সেসরু প্রকল্পে নেতা ও প্রধানদের নোটিশ ইস্যু হওয়ায় সাধারণ মানুষ বুঝেছেন ঋণ পরিশোধ না করা হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবেই তাই বেশ কিছু সাধারণ মানুষ ঋণ পরিশোধে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন। ফলে ঋণ আদায় ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কিন্তু তথাপি কিছু কিছু সচেতন ঋণগ্রহীতা এসডিওর এই প্রচেষ্টাকে আইনানুযায়ী বলে মনে করছেন না। এসডিও সার্টিফিকেট অফিসারের যে শক্তি প্রয়োগ করছেন তা অর্থাৎ ঋণ পরিশোধে বেঙ্গল পাবলিক রিকোভারী এ্যাক্ট ১৯১৩ এর বিধি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। তাঁদের মতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতার উপর মানিস্যুট করতে পারেন, কিন্তু ব্যাঙ্ক ঋণ আদায়ে সার্টিফিকেট অফিসার হিসাবে মহকুমা শাসক সার্টিফিকেট করে টাকা আদায় বা তার বলে সরাসরি গ্রহীতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন না। ঋণগ্রহীতারা ঋণ পরিশোধ না করায় তা আদায় হওয়া উচিত বলে মনে করলেও, মহকুমা শাসকের সার্টিফিকেট করার ক্ষমতা এক্ষেত্রে জনগণের আইনের অধিকার লাভের পরিপন্থী বলে মনে করে জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সার্টিফিকেট আইন প্রয়োগকে অন্যায় বে-আইনী বলে মনে করছেন এবং মহামান্য হাইকোর্টের এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ আহ্বান করছেন বলে জানা যায়।

সাক্ষরোত্তর কর্মসূচীর প্রথম সভাতেই আহ্বায়ক বিডিও অনুপস্থিত

জঙ্গিপুর ঃ গত ১৯ জানুয়ারী জোতকমল ভিডিও হলে সাক্ষরতা সম্পর্কিত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক সভাপতি বিজয়ভূষণ সিংহরায়, জেলা পরিষদ সহ-সভাধিপতি জানে আলম, জেলা পরিষদ সদস্য গিয়াসুদ্দিনসহ বিভিন্ন অঞ্চল প্রধান, মাষ্টার ট্রেনার, রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ এবং ক্লাব প্রতিনিধিরা উপস্থিত হন। জেলাশাসক এবং জেলা সভাধিপতির এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা জানানো হলেও তাঁরা কেউ আসেননি। এই আলোচনা চক্রের আহ্বায়ক রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক আধিকারিক আতিউর রহমানের অনুপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে মূলতঃ দীর্ঘদিন সাক্ষরতা কর্মসূচীতে ছেদ পড়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং রমজান মাসে পুনরায় এই কর্মসূচী আরম্ভ হলে এর সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন বক্তার আত্মসমালোচনার সুর সভাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। তবে এই বৃহত্তর কর্মসূচীকে সার্থক রূপদানে সকলে আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেন। ২৩ জানুয়ারী থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

মাঠ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার সন্দেহ হত্যা

সাগরদীঘি ঃ এই থানার চালতাবাড়ী গ্রামের রূপলাল মণ্ডলের ১৫ বছরের ছেলে সুধাকরের মৃতদেহ হাতেমারী পাড়ার মাঠ থেকে ২৯ জানুয়ারী ভোরে গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে। খবরে প্রকাশ সুধাকর তার বন্ধু রতন ঘোষের ছেলে লক্ষ্মী (১৮) ও ৩০/৪০ জন যুবক সরস্বতী মূর্তি বিসর্জন করতে দিয়ার বালাগাছির গঙ্গার ঘাটে যায়। রাত ১০টা নাগাদ অন্যান্য বন্ধুরা বাড়ী ফিরে এলেও সুধাকর ও লক্ষ্মী ফিরে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

পালস পোলিও টিকা খাওয়ানো হ'ল ৪৬০০ শিশুকে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২০ জানুয়ারী সারা ভারতের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা পালস পোলিও টিকা খাওয়ানো হয় স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ১৬টি কেন্দ্রে প্রায় ৪৬০০ শিশুকে। এই কর্মসূচীর নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীমা সমিতির বিজয় মুখার্জী ও কুহেলী দাস।

মহকুমা হাসপাতালে জলসরবরাহে অসুবিধা চরমে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে জলসরবরাহের জন্য তিনটি মেসিন আছে। প্রথমটি দীর্ঘ দু'বছর ধরে অকেজো। দ্বিতীয়টি শক্তির দিক দিয়ে হাসপাতালের প্রয়োজনের অর্দ্ধেক পূরণ করতে পারে। তৃতীয়টি পুরানো মডেলের এবং তিন শিফটে অন্ততঃপক্ষে ৬ জন কর্মী লাগে এটিকে সচল রাখতে। কিন্তু এই বিভাগে কর্মী আছেন মাত্র ৩ জন। ফলে এর সঠিক দেখাশোনা বা তদ্বির না হওয়ায়, ঠিকমত সময়ে মোটর বন্ধ না করার জন্য অতিরিক্ত উত্তাপে প্রায়ই খারাপ হয়ে পড়ে। এই সমস্ত মেশিনের (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই মাঘ বুধবার, ১৪০২ সাল।

॥ দূষণ ও দুষমণ ॥

আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা গেল যে, ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের 'উড়ো ছাই' বা 'ফ্লাই ত্র্যাশ' তত্রত্য জনগণের কাছে দুর্ভাবনা আনিয়া দিয়াছে। এই তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে কয়লা পোড়াইয়া উদ্ভূত তাপ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। কয়লা পুড়িয়া গিয়া যে ছাই হয়, তাহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া বাতাসে ভাসিয়া বহু দূর ছড়াইয়া যায়। ফলতঃ বায়ুমণ্ডলে সেই ছাই চতুর্দিকে ছড়ায়। উড়ন্ত ছাই ক্রমে ক্রমে নিম্নাভিমুখী হইয়া বিভিন্ন গাছপালা, ঘরবাড়ী ও মাটিতে জমা হয়।

ফারাক্কা অঞ্চলে যথেষ্ট আম লিচুর বাগান আছে। এই আম ও লিচু একটি ভাল রকমের অর্থকরী ফসল। প্রতিবেদন হইতে জানা গেল যে, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে নিক্ষিপ্ত ছাই উড়ন্ত অবস্থায় আম ও লিচু গাছে জমা হইয়া ফলনের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। যে হারে পূর্বে আম ও লিচু ফলিত, বর্তমানে তাহা হইতেছে না। ইহা ছাড়াও 'উড়ো ছাই' স্থানীয় অধিবাসীদের শ্বাসযন্ত্রে প্রতিক্রিয়া ঘটাইতেছে। এলাকার মানুষ শ্বাসকষ্টজনিত রোগে এবং চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছেন। ছাই-এর দ্বারা বায়ু দূষণ ঘটিতেছে। তাই বায়ু দূষণের ফলে এই সব রোগ দেখা দিতেছে বলিয়া স্থানীয় লোকেরা অভিমত পোষণ করিতেছেন।

আরও জানা গেল যে, দূষণরোধক যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করিয়া এনটিপিসি হইতে 'ফ্ল্যাই ত্র্যাশ' সংগ্রহের কাজ রাজ্য পরিবেশ মন্ত্রক হইতে মাসখানেক পূর্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু একই ব্যবস্থার মধ্য দিয়া পুনরায় ছাই সংগ্রহ করা হইতেছে এবং তাহ সমস্যা যেমনকার তেমনি রহিয়াছে।

আনুষঙ্গিক আরও ক্রিয়াকলাপের কথা জানা যাইতেছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জিত ছাই দিয়া ফরাক্কার বহু জলাশয়, পুষ্করিণী, খালবিল প্রভৃতি ভরাট করা হইতেছে। জাফরগঞ্জ, নয়নসুখ, ব্রাহ্মণগ্রাম এলাকাস্থ খাস জলাভূমি এবং গঙ্গানদী হইতে বন্যার অতিরিক্ত জলনিষ্কাশনী দীর্ঘ খালটিও ভরাট করিবার জন্য নাকি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সব কাজ হয়ত এনটিপি-র অফিসার ও ঠিকাদারদের যোগসাজশে হওয়া সম্ভব। সম্ভবতঃ গঙ্গাভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটি তুলিয়া ধরা হইতে পারে। খাল ভরাট হইলে বহু পাটচাষী ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন বলিয়া অনেকেরই আশঙ্কা। সংশ্লিষ্ট খালটি দিয়া যেমন গঙ্গার জল লইয়া চাষবাস কাজ চালান হয়, তেমনই বন্যার অতিরিক্ত জল তাহা দিয়া গঙ্গায় যায়। কিন্তু খালটি ভরাট করা হইলে যে প্রচণ্ড ক্ষতি হইবে, তাহা উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এনটিপিসি-উৎক্ষিপ্ত 'ফ্লাই-ত্র্যাশ' দূষণ ও দুষমণ -যুগপৎ কাজে নামিয়াছে। দূষণ-রোধক যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করিয়া উল্লেখিত 'ফ্লাই ত্র্যাশ' সংগ্রহের কাজ রাজ্য পরিবেশ মন্ত্রক হইতে নিষেধ করা হইলেও, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় পূর্ববৎ ছাই সংগ্রহ করা হইতেছে কেন, তাহার অনুসন্ধান করা পরিবেশ মন্ত্রকের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ আশু প্রয়োজন। তৎসঙ্গে প্রয়োজন স্থানীয় জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিক বিবেচনা করা।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শিক্ষা ভবনের কর্মচারী প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত প্রসঙ্গে

গত ১০ই জানুয়ারী '৯৬ আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিক্ষা ভবনের কর্মচারী প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত'— শিরোনামের সংবাদটিতে কিছু ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। কর্মচারী পিওনটির নাম ভক্তিভূষণ মণ্ডল নয়, ভক্তিভূষণ মাল। শিক্ষা ভবনে নয়, কাজ করতেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদে, ভারপ্রাপ্ত সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের পিওন হিসাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইতিপূর্বে আনন্দবাজার ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় উক্ত সংসদের তদর্থক কমিটির সদস্য তথা কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা, করণিক সুভাষ রায়ের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ও দুর্নীতির কথা প্রকাশিত হয়েছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পর্বকে কেন্দ্র করে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ লেন-দেনের কারবার চলেছে তার পেছনে শুধুমাত্র সামান্য একজন পিওন নয়, আছে একটি চক্র। শ্রী মাল তাঁদেরই একজন মাত্র। তা না হলে একজন পিওনের পক্ষে এই বিরাট অঙ্কের টাকা চাকরীর প্রলোভন দেখিয়ে সংগ্রহ করার সাহস হত কি? কিংবা টাকা ফেরৎ বা সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য বহরমপুর থেকে তাঁকে সাগরদিঘী সার্কেল এস. আই. অফিসে বদলী করে দিলেই বা কারা? ঘুষ নেওয়া ও প্রতারণার ঘটনা জেলার বিদ্যালয় সংসদের দুর্নীতি ও কদর্য অবস্থারই একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ। এটা নিছক কোন বিচ্ছিন্ন বা ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়।

নমস্কারান্তে—রূপককুমার দাস (শিক্ষক)

স্বর্ণময়ী, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

২২।১।১৯৯৬

ভূপতি খুড়ো অমর রহে

কল্যাণকুমার পাল

ভূপতি খুড়োকে আপনি দেখেছেন হয়তো! ত্রিভুবনে তার কেউ ছিল বলে শুনিনি। তবে সে ছিল সকলেরই প্রিয়জন। লোকে তাকে "ভূপতি খুড়ো" বলে ডাকতো। ঘর-দোর বলতে তার নিজের কিছুই ছিল না। কারোর বৈঠকখানায় কিংবা ক্লাব ঘরে তার রাত কাটতো। তার গায়ে থাকতো ছেঁড়া ময়লা সার্ট আর পরনে থাকতো তাপ্পি লাগানো ঢলঢলে প্যান্ট। কানে গোঁজা থাকতো আধপোড়া বিড়ি। রাজনীতির দাদারা সময়ে-অসময়ে খুড়োকে ভাড়া করে মিছিলে সমাবেশে নিয়ে যেত। "ভাড়া করে" বলছি তার কারণ যখন যে পার্টির মিছিল বের হতো, সমাবেশ হতো তখনই ডাক পড়তো ভূপতি খুড়োর। তবে খুড়োর হক কথা—"ফেল কড়ি মাখো তেল।"

একবার এক বড় পার্টির মিছিলে ভূপতি খুড়ো সবার শেষে হাঁটছিল সকলের সাথে সেও ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে বলছিল—"আমাদের দাবী মানতে হবে, মানতে হবে।" ভূপতি খুড়োর বয়স হয়েছে। তাই সে উঠতি ছেলেদের সঙ্গে পায়ে পা ফেলে যেতে পারছিল না। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে সে পিছিয়ে পড়েছিল তার খেয়ালই ছিল না। তবু তোতা পাখির মতো সে শুধু বলেই চলেছিল—"আমাদের দাবী মানতে হবে, মানতে হবে।"

রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে বসে থাকা এক ছোকরা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো—"কি খুড়ো, আজ আবার কি দাবী মানতে হবে?" খুড়ো তার হলুদ-হলুদ দাঁতগুলো বের করে বললো—"তা তো জানি না বাপ্। কুড়ি ট্যাকা খোরাকি দিয়ে কহাতে বুল্যাছে তাই কহাছি। ক্যামুনে জানুম কি মানতি হবে। নিজের প্যাট ভইর‍্যা নিয়ে কথা। প্যাটের লাইগ্যা তো এ কাম করুম।"—কথাগুলো বলতে বলতে খুড়ো আবার দ্রুত পায়ে হেঁটে মিছিলের সঙ্গে মিশে গেল।

কিন্তু না, এ কাম করে ভূপতি খুড়োর পেট ভরেনি। উপরন্তু রাতের অন্ধকারে এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে তার প্রাণটা গেল। ব্যস, আর যায় কোথায়! রাজনীতির নামাবলী খুড়োর গায়ে চাপলো। বড় পার্টির নেতারা এসে বললো—"এ অন্যায়, ভূপতি খুড়ো আমাদের সক্রিয় কর্মী, ছোটো পার্টির লোকেরা তাকে খুন করেছে।" তারপর ওরা মিছিল বের করলো। হাত-পা নেড়ে আকাশ ফাটিয়ে বললো—"জুলুম বাজি চলবে না, চলবে না। ভূপতি খুড়োর হত্যার প্রতিকার চাই, (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক দপ্তর প্রাঙ্গণে ২৬ জানুয়ারী সকালে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৪৭-তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। সকাল ৯ ঘটিকায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল। আর্ম পুলিশ, থানা পুলিশ, হোমগার্ড বাহিনী ও স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থা কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করেন। অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাবের কুচকাওয়াজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মির্জাপুরের নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব, রঘুনাথগঞ্জের রবি-মঞ্চ সংগীত বিদ্যালয়, ভাই-বোন মিলন সংঘ প্রভৃতি আরো বেশ কিছু সংস্থা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল। রবি মঞ্চ সংগীত বিদ্যালয়ের শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মাধ্যম অনুষ্ঠানের সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১২ জানুয়ারী জঙ্গিপুর হাসপাতালে মহিলা সমন্বয় সমিতি, শ্রীমা সমিতি ও রেশম খাদি সমিতির পরিচালনায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিবস পালিত হয়। বক্তব্য রাখেন আরতি মিশ্র, লেখা সরকার প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে ২৫ জন মহিলাকে ৫ হাজার টাকা করে পাবার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ দিনই সদরঘাটে আর এক সভায় বিবেকানন্দের একটি মর্মর মূর্ত্তি স্থাপনের দাবী উত্থাপিত হয়। ১২ জানুয়ারী সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বিষ্ণুপুরে বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। বিষ্ণুপুর প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রী তারজেনা খাতুন স্বামীজীর জীবনী বর্ণনা করে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বাড়ী তৈরী করার জন্য জমি বিক্রি

রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন কলোনীতে বর্গক্ষেত্রকার চারকাঠা নয়টী সুসজ্জিত ফলন্ত নারকেল গাছসহ জমি বিক্রি। জায়গার তিনপাশে রাস্তা। দু'কাঠা হিসাবে দু'জন অথবা একজন সম্পূর্ণ জায়গা ক্রয় করতে পারেন। রঘুনাথগঞ্জ বস্ত্রালয়ে খোঁজ নিন।

সবারে জানাই আহ্বান

এখানে বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

অজিত বারিক

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

নেতাজীর জন্ম শতবর্ষ উদযাপন

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লকের রামদেবপুর বিদ্রোহী নজরুল সংঘ নেতাজী জন্ম শতবর্ষ উদযাপন করে গত ২৩ জানুয়ারী। প্রভাত-ফেরীর শেষে পতাকা উত্তোলন করেন রামদেবপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক পঙ্কজকুমার প্রামাণিক। সভাপতিত্ব করেন মোহাঃ এমদাদুল হক এবং প্রধান অতিথি ছিলেন আইনজীবী মির্জা নাসিরুদ্দিন। গত ২৩ জানুয়ারী নেতাজী জন্ম দিবস উদযাপন করেন বালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ। পরিচালনা করেন প্রধান শিক্ষক নারায়ণচন্দ্র সাহা। নেতাজী স্মরণে রবীন্দ্র নৃত্য, গুজরাটী, রাজস্থানী নৃত্য প্রদর্শন করেন ছাত্র-ছাত্রীরা। নারায়ণ সাহা রচিত 'নিরক্ষর' নাটিকা সকলের প্রশংসা অর্জন করে। আরো খবর ২৩—২৮ জানুয়ারী বালিয়া নেতাজী সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন সংঘের সদস্যরা। ক্লাবে ২৩ জানুয়ারী জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর সকলে মনিগ্রাম গর্গমুনির টিবিতে উপস্থিত হন। সেখান থেকে ২৫ জনের রোডরেস শুরু হয়। কমলারঞ্জন প্রামাণিক শুভ সংকেত দেন। দৌড় শেষ হয় বালিয়া নেতাজী সংঘে এসে। সেখানে ১ম, ২য়, ৩য়কে পুরস্কৃত করা হয়। বিকালে আলোচনা চক্রে সভাপতিত্ব করেন হৃদয়রঞ্জন প্রামাণিক ও প্রধান অতিথি ছিলেন অশোক চক্রবর্ত্তী। ২৪ জানুয়ারী প্রদর্শনী ক্রিকেট, ২৫ জানুয়ারী পুষ্প প্রদর্শনী, ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস, ২৭ জানুয়ারী ভলিবল প্রতিযোগিতা, ২৮ জানুয়ারী সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলা হয় এবং পরে পুরস্কার বিতরিত হয়।

যুব কংগ্রেসের কনভেনশন

ধুলিয়ান ঃ গত ১১ জানুয়ারী এই শহরের রুস্তম বিশ্বাসের বাড়ীতে যুব কংগ্রেসের এক কনভেনশন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেন জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি মান্নান হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হক। সভা পরিচালনা করেন সামসেরগঞ্জ ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি নুরুল খাঁন। তিনি তাঁর ভাষণে সিপিএমের অত্যাচারের বর্ণনা করে তার প্রতিরোধে যুব কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আহ্বান জানান। পরে ধুলিয়ান পুর শহরের ১৯ ওয়ার্ড নিয়ে টাউন কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হন মর্তুজা আলি।

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নানা ডিজাইনের কার্ডের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

কার্ড'স ফেয়ার

রঘুনাথগঞ্জ

ভূপতি খুড়ো অমর রহে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

প্রতিকার চাই।" মিছিল শেষে ওরা চলে গেল। এলো আরেক পার্টি ছোটো দল। তাদেরও এক কথা—"ভূপতি খুড়ো আমাদেরই লোক, পার্টির কাজ-কর্ম দেখে তাকে অন্যায়ভাবে খুন করা হয়েছে। আমরা এর তদন্ত চাই-ই। ভূপতি খুড়ো অমর রহে, অমর রহে"—বলতে বলতে ওরা চলে গেল। হঠাৎ-ই করে ডাক দিলে বন্‌ধের। বোমাবাজি আর লুট-পাটের ভয়ে বাজারের দোকানের দরজাগুলি হুট-হাট করে এক নিমেষেই বন্ধ হয়ে গেল। জনজীবন হল স্তব্ধ। খবরের কাগজে "ভূপতি খুড়ো" শিরোনামে চলে এলো। রাতারাতি খুড়ো নেতা হয়ে গেল। শুরু হল রাজনীতির রঙের খেলা।

তারপর এলো পাড়ার "নবজাগরণ" ক্লাবের ছেলেরা। খুড়োর মৃতদেহ সৎকারের জন্য ওরা চাঁদা তুললো। যা টাকা উঠলো তা থেকে সামান্য মাত্র খরচ করে ওরা খুড়োকে কোন প্রকারে চিতায় উঠালো। বাকী টাকা দিয়ে মহাউৎসাহে খানা-পিনা শুরু করলো। ভূপতি খুড়োর মৃত দেহটা তখন চিতা থেকে লক্ লক্ করে জ্বলে উঠেছে, যেন বলছে—"খা বাপ খা, প্যাট ভইর‍্যা খা, প্যাটের লাইগ্যা তো কাম করুম।"

জায়গা বিক্রী

মিঞাপুর কালী মন্দিরের সন্নিকটে মেন রাস্তার উপর ব্যবসা উপযোগী প্রায় তিন কাঠা জায়গা বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

সাধুলাল দাস (লক্ষ্মী বেকারী)
জোতকমল মিস্ত্রীপাড়া
পোঃ জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গীপুর গাড়ীঘাটের (পূর্ব) সন্নিকটে গঙ্গাতীরে মনোরম পরিবেশ যুক্ত পল্লীতে (Plot No. 3043) অবস্থিত ছয় শতক জমিসহ 'মিউনিসিপ্যালিটির অনুমোদিত নক্সায়' তৈয়ারী বাড়ী (অ-সমাপ্ত) "বর্তমান বাজার দরে" বিক্রয় হইবে। ক্রেতাগণ সত্বর সরাসরি যোগাযোগ করুন।

শিবনারায়ণ শুকুল (বাবুবাজার)
পোঃ জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

বসত বাড়ী বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে মেন রাস্তার উপর নয় শতক জায়গার মধ্যে বীরেন রায়ের দোতলা বাড়ীটি বিক্রী হবে। যোগাযোগের ঠিকানা—

এ্যাডভোকেট মৃণাল ব্যানার্জী
রঘুনাথগঞ্জ / ফোন ৬৬০৩২

Attention

It's a good news to the H. S. & J. E. E. candidates (1995-'97 batch) and also to the B. Sc. (Pass & Hons.) Students for the availability of getting highly effective and standard coaching in CHEMISTRY that will be started from March '96. Contact sharply with—

Goutam Brahmachari

M. Sc. (Chem.. 1st Class 1st), GATE, Senior Research Fellow, at his residence.

Barala, Murshidabad
Pin-742235, W. B.

2 YEARS WARRANTY

Catch World Cup fever with

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

World AKAI Cup '96

Colour TV

Tokyo Japan

DEALER :

Bharat Electronics

Raghunathganj ॥ Phone : 66321

卐 চন্দ্র বস্ত্রালয় 卐

রেশম খাদি এবং তাঁতবস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র

বাজারপাড়া ★ রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

এখানে যাবতীয় খাদি বস্ত্র, রেশমজাত বস্ত্র, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, গরদ, করিয়াল এবং জামদানী শাড়ী, গরদ কেঠে মটকার থান, কাঁথা ষ্টিচের থান প্রভৃতি ন্যায্য মূল্যে পাইবেন। এছাড়া রয়েছে সমস্ত প্রকার তাঁতের শাড়ীর সম্ভার। যাবতীয় বস্ত্রের উপর নির্দ্ধারিত রিবেট দেওয়া হয়।

'এপিয়ারী' মধু একমাত্র এখানেই পাইবেন।

আহ্বায়ক বিডিও অনুপস্থিত (১ম পৃষ্ঠার পর)

শুরুর কথা জানানো হয় এবং রমজান মাসের জন্য মুসলিম এলাকার থেকে হিন্দু এলাকায় সেন্টারগুলি খোলার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। আর্থিক অনুদানের জন্য জেলা সহ-সভাধিপতি আন্তরিক চেষ্টা করবেন বলে জানান। তবে এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে সামনের লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন এই প্রকল্পের প্রধান বাধা হবে। কারণ এই সময় বিভিন্ন দলের নেতারা নির্বাচন বৈতরণী পার হতে এই প্রকল্পকে কতখানি গুরুত্ব দেবেন তা বিবেচনার বিষয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সভাপতি বিজয়ভূষণ সিংহরায়।

জলসরবরাহের অসুবিধা চরমে (১ম পৃষ্ঠার পর)

মেরামতির জন্য কারিগর কাছেপিঠে পাওয়া যায় না। আনতে হয় সুদূর ধুবুলিয়া থেকে। ফলে দরকার মত তাড়াতাড়ি মেরামত সম্ভব হয় না। এর ফলে হাঁসপাতালে জলসরবরাহে প্রায় অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। গত ১৮ জানুয়ারী হাসপাতালে জলসরবরাহের অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে ফেডারেশনের বিজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে ৩ জন প্রতিনিধিসহ কলকাতার ঐ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে জলসরবরাহের অসুবিধা দূর করতে ও জলট্যাঙ্ক নূতন করে নির্মাণ ও উন্নত মানের পাম্পসেট বসানোর জন্য এক ডেপুটেশন দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

মৃতদেহ উদ্ধার সন্দেহ হত্যা (১ম পৃষ্ঠার পর)

আসে না। পরদিন ভোরে সুধাকরের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। পুলিশ সুধাকরের গলায় কালসিটে দাগ দেখে তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে বলে সন্দেহ করে। এখন পর্যন্ত লক্ষ্মীর কোন খবর পুলিশ করতে পারেনি।

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই *কোবরা* ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অমুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।